নাগরিক-সখা

প্রথম ভাগ

জাতীয় নবসাহিত্য পুস্তক

- আমাদের দেশ
- আমাদের পতাকা
- জাতীয় সংগীত

শ্রীমাখন লাল সিংহ

"কর্মভার নবপ্রাতে, নব সেবকের হাতে
করে গেনু দান—
মোর শেষ কণ্ঠস্বরে, গেনু ঘোষণা করে
দেশের আহ্বান।"

রবীন্দ্রনাথ

কল্যাণগড়, ২৪,পরগণা
২৫শে বৈশাখ, ১৩৭৮ সন

ভাইবোনেরা,

চল্লিশ বৎসর শিক্ষকতা জীবনে সুনাগরিক গঠনের নিমিত্ত চলার-পথে বিভিন্ন শিবিরে ও সমাবেশে যাহা যাহা মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম এবং জ্ঞানী ও গুণী জনের সক্রিয় সাহচর্য্য, উপদেশ ও শিক্ষালব্ধ জ্ঞান ও বিভিন্ন দায়িত্বে বাস্তব অভিজ্ঞতা আমাকে এই পুস্তিকা প্রণয়ণে উৎসাহিত করিয়াছে।

যে সব সুহৃদ্ প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে এই পুস্তক রূপায়ণে আমাকে সাহায্য করিয়াছেন, তাহাদিগকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

ভুল, ত্রুটি বা বিচ্যুতির প্রতি যাঁহারা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করাইবেন, তাঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকিব। জয়হিন্দ!

শ্রীমাখনলাল সিংহ

প্রকাশিকা—শ্রীমতী মনুরাণী সিংহ
প্রথম প্রকাশ
ফাল্গুন, ১৩৭৮ সন, দোল পূর্ণিমা।

মুদ্রণে :—
ক্যাপিটল প্রিন্টার্স
২, সূর্য সেন স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রাপ্তিস্থান :—

বঙ্গশ্রী লাইব্রেরী
গোলবাজার, অশোকনগর
২৪পরগণা

জনতা স্টোর্স ও লাইব্রেরী
কল্যাণগড় বাজার
২৪পরগণা

অন্নপূর্ণা লাইব্রেরী
যশোর রোড, হাবরা
২৪পরগণা

ফ্রেণ্ডস বুকস্টল
কোর্ট রোড, বনগাঁ
২৪পরগণা

বান্ধব লাইব্রেরী
ষ্টেশন রোড, বারাশত
২৪পরগণা

মেসার্স কাবস এণ্ড স্কাউটস্
৫ গভর্ণমেণ্ট প্লেস নর্থ
কলিকাতা-১

বেঙ্গল বুক সোসাইটি
৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রিট
ব্লক নং ৫, কলিকাতা-১২

বঙ্গ সমাজ, ছিপিটোলা
আগ্রা

স্কুল লাইব্রেরী
সোদপুর রোড, মধ্যমগ্রাম
২৪পরগণা

প্রধান কার্য্যালয়
ভারতী পুস্তকালয়
১৪৭৪/৯ কল্যাণগড় পোঃ কল্যাণগড়
জিঃ ২৪পরগণা

মূল্য ১.২৫ পয়সা মাত্র
(জেলা বা মহকুমা ভিত্তিক এজেণ্ট আবশ্যক।)


কাশ্মীর
পাকিস্তান
ভারত
নেপাল
ভূটান
বাংলাদেশ
আরব সাগর
বঙ্গোপ সাগর

বন্দেমাতরম

বন্দে মাতরম্।
সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাম্
শস্য শ্যামলাং মাতরম্।
শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীম্,
ফুল্ল কুসুমিত-দ্রুমদল,শোভিনীম,
সুহাসিনীং সুমধুর ভাষিণীম্
সুখদাং বরদাং মাতরম্॥
বন্দে মাতরম্।

কথা—ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
সুর —বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

"সকল জাতির পক্ষে পতাকা আবশ্যকীয়। লক্ষ লক্ষ লোক ইহার জন্য প্রাণ দিয়াছে। ইহা নিঃসন্দেহে এক প্রকার প্রতীক-উপাসনা এবং ইহাকে বিনাশ করা পাপ। কারণ ইহা একটি আদর্শের প্রতিরূপ।…… …. ………….. ……………………

আমাদের প্রত্যেক ভারত বাসীর, অর্থাৎ হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, ইহুদী, পার্শী, শিখ, জৈন, বৌদ্ধ এবং অন্যান্য যাহারা ভারতবর্ষকে আপন দেশ বলিয়া মনে করে, তাহাদের জন্য একটি সাধারণ পতাকা থাকা অত্যাবশ্যকীয়, যাহার সংগে আমাদের জীবন মরণের প্রশ্ন জড়িত হইতে পারে।"

—এম, কে, গান্ধী

আমাদের দেশ

ভারত আমাদের জন্মভূমি। ১৯৪৭ সনের ১৫ই আগষ্ট দেশ বিভাগের ফলে পাকিস্তান ও বাংলাদেশ বাদ ভারতবর্ষ, ভারত বা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র নামে অভিহিত হইয়াছে।

আয়তন

ইহা একটি বিশাল দেশ। উত্তরে হিমালয় হইতে দঁক্ষিণে কুমারিকা পর্য্যন্ত এ দেশের আয়তন প্রায় ১২,৬২০০০ বর্গ মাইল এবং এই আয়তন রাশিয়া ব্যতীত ইউরোপের অপেক্ষা কিছু কম। এখানে বিভিন্ন প্রকার নদী, পর্বত, মালভূমি ও বনভূমি আছে।

সভ্যতা ও সংস্কৃতি

ভারতীয় সভ্যতা পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতার অন্যতম। ইহা খৃঃ পূর্ব দশ সহস্র বৎসর পূর্বের সাক্ষ্য ও নির্দেশ দেয়। আর্য্যদের সময়ে নগরগুলিতে সুপরিকল্পিত, সুপ্রশস্ত রাজপথ, স্বাস্থ্যপ্রদ পয়ঃপ্রণালী ও স্নানাগার ছিল। গৃহগুলিও ইষ্টক নির্মিত ছিল এবং দেশে সুন্দর সুন্দর শস্যক্ষেত্রও ছিল।

ভারতের তৎকালীন অধিবাসীরা ধাতুর উপর চারুশিল্পের কাজও লেখাপড়া জানিতেন। আর্য্যদের ও তাহাদের পূর্বতন ভারতীয়দের কৃষ্টির সংমিশ্রণে বৈদিক হিন্দুধর্ম, বৌদ্ধধর্ম ও জৈনধর্ম নামে তিনটি প্রধান ধর্ম ও তাহাদের দর্শন শাস্ত্র গড়িয়া উঠিয়াছিল। ফলে

"ভারতবর্ষের একটা বিশেষ বাণী আছে এবং জগতকে তাহা শুনাইবার জন্যই ভারতবর্ষ শতাব্দীর পর শতাব্দী বাঁচিয়া আছে—"

—নেতাজী

পার্থিব সম্পদ হিসাবে মন্দির, বৌদ্ধ-বিহার, লিপি ও চিত্রগুলি আজও অগণিত পর্য্যটক ও দর্শকদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। সম্প্রতি উত্তর আমেরিকার মেক্সিকোতে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে প্রমাণিত হয়, কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের অনেক পূর্ব হইতেই ভারতীয়দের সেখানে যাতায়াত ছিল। বর্তমান বীজগণিত ভারতে "লীলাবতী" নামে অভিহিত ছিল। ভারতের জ্যোতির্বিজ্ঞান ও ভেষজ বিজ্ঞান পৃথিবীতে অতুলনীয়। নালন্দায় নাগার্জ্জুনের রাসায়নিক পরীক্ষাগার দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। পূরাকালে ভারতীয় শীলমোহর পৃথিবীতে একচেটিয়া ছিল।

অতি আদিম যুগেও ভারতের ব্যাবিলন প্রভৃতি অতি দূর দেশের সহিত বাণিজ্য ছিল। পরবর্তীকালে কাঁচামাল ও শিল্পসম্ভার হেতু পাশ্চাত্যে মিশর, রোম প্রভৃতি দেশ ও প্রাচ্যে চীন পর্য্যন্ত দেশগুলির সহিত এ দেশের বেচাকেনা চলিত। প্রতিবেশী দেশ যথা মধ্য-এশিয়া, আফগানীস্থান, ইন্দোচীন, ব্রহ্মদেশ ও চীন প্রভৃতিতে ভারতীয় রীতিনীতি প্রসারিত ছিল।

মুসলমান ধর্ম ও পাশ্চাত্যের প্রভাব

মুসলমান ধর্ম খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে আরবীয় বণিক ও মুসলমান অভিযানকারীগণের মাধ্যমে এ দেশে প্রবেশ করে। মুসলমান রাজগণের মধ্যে বিশেষতঃ মুঘলগণ ভারতীয় কৃষ্টির উন্নতি সাধন করেন। উনবিংশ শতাব্দীতে এদেশে পাশ্চাত্যের প্রভাব লক্ষিত হয় এবং উহার ফলেই বর্তমান বিজ্ঞান, শিল্প ও গণতান্ত্রিক সংস্থাগুলির উদ্ভব হয়।

লোকসংখ্যা

লোক সংখ্যায় আমাদের দেশ পৃথিবীতে কেবল চীনের নিকট দ্বিতীয়। পঞ্চান্ন (৫৫) কোটী ভারত-

"নব নব সৃষ্টিই জীবনের লক্ষণ"

—নেতাজী

বাসী পৃথিবীর জন সংখ্যার ⅙ অংশ। জনগণ কঠোর পরিশ্রমী, মিতব্যয়ী ও অতিথিপরায়ণ।

রাজ্য ও অঞ্চল

গণতান্ত্রিক ভারতে বর্তমানে ভাষার ভিত্তিতে ২১টি রাজ্য ও ৭টি কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল। ইহাদের প্রত্যেকটিই গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শাসিত হইতেছে। কোন কোন রাজ্য আয়তনে গ্রেট ব্রিটেন অথবা ইটালী হইতেও বৃহত্তর।

শাসন পদ্ধতি

রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রের প্রধানরূপে কাজ পরিচালনা করেন। তাঁহার অনুমোদিত একটি পরিষৎ বা মন্ত্রি-সভার উপর শাসন-কার্য্যের ভার ন্যস্ত থাকে। ঐ মন্ত্রিসভা তাহাদের কাজের জন্য লোক-সভার নিকট দায়ী থাকেন। সংবিধান বা গঠনতন্ত্র অনুযায়ী লোক সভার দুইটি বিভাগ আছে। একটি লোক-সভা, অপরটি রাজ্য-সভা। লোক-সভার নাম নিম্ন পরিষৎ আর রাজ্য সভার নাম উচ্চ পরিষৎ। প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তিগণের ভোটের ভিত্তিতে লোকসভার সদস্যগণ নির্বাচিত হন। রাষ্ট্রপতিও লোকসভার সদস্যগণ, রাজ্য ও অঞ্চল গুলির বিধান-সভার সদস্যগণের ভোটের ভিত্তিতে নির্বাচিত হন।

রাষ্ট্রীয় প্রতীক

রাজা অশোক খ্রীষ্ট পূর্ব তিন শতকে সারনাথের মৃগদাবে-একটি সিংহ-স্তম্ভ স্থাপনা করিয়াছিলেন। ঐ স্তম্ভে চারিটি সিংহের মূর্ত্তি আছে। এই চারিটি সিংহ একটি কেন্দ্রস্থ

"জাতিকে বাদ দিয়া ব্যক্তিত্বের সার্থকতা নাই ··
একথা সকলকে আজ হৃদয়ঙ্গম করতে হবে—" —নেতাজী

বেদীর উপরে একটির উপর আর একটি ভর দিয়ে বিদ্যমান। ঐ বেদীর চারদিকে অনেকগুলো সুন্দর সুন্দর পাথরের মূর্ত্তি রয়েছে। ঐ মূর্ত্তিগুলো গঠনে ও শিল্প নৈপুণ্যে চমৎকার। মূর্ত্তিগুলোর মধ্যে আছে। একটি হাতী, একটি চলমান ঘোড়া, একটি বৃষ এবং একটি সিংহ। এগুলো আবার পরস্পর থেকে আলাদা আলাদা চক্রের দ্বারা সমস্ত মূর্ত্তিগুলো বিধৃত এবং একটি ঘণ্টার আকারের পদ্মের উপর উপস্থাপিত।

১৯৫০ সনের ২৬শে জানুয়ারী যে দিন ভারতবর্ষে প্রজাতন্ত্র দিবস বলে ঘোষিত হয়, ঐদিন অশোক স্তম্ভে সারনাথে যে প্রতীকটি রহিয়াছে, ভারতবর্ষ তাকে রাষ্ট্রীয় প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করে। একেবারে নিচে যে ঘণ্টার আকারে পদ্মটি রয়েছে তা রাষ্ট্রীয় প্রতীকের মধ্যে দেখা যায় না।

বেদীর নিচে খোদিত রয়েছে দেব নাগরী হরফে কয়েকটি শব্দ, "সত্যমেব জয়তে"—এর অর্থ হ'ল একমাত্র সত্যেরই জয় হবে।"

(আমাদের রাষ্ট্রীয় প্রতীক—সি. শিবরাম মূর্ত্তি)

ভাষা

হিন্দী ভারতের রাষ্ট্রভাষা হইলেও সমস্ত শিক্ষিত ব্যক্তি, পর্য্যটক পথি-প্রদর্শক ও হোটেল সমূহের কর্মচারীবৃন্দ ইংরাজি বুঝিতে সমর্থ। বহু প্রধান প্রধান সংবাদ পত্র ও সাময়িকি ইংরাজিতে প্রকাশিত হয়। রেলওয়ে ও বিমান বিভাগের সময়-তালিকাও ইংরাজিতে বাহির হয়। রাজ্যগুলিতে আঞ্চলিক মাতৃ-ভাষাই প্রভাবান্বিত।

ধর্ম

এই দেশে প্রায় পৃথিবীর সকল ধর্মাবলম্বী ও ভিন্ন ভাষাভাষী লোক বাস করে।

দক্ষিণ-নাতিশিতোষ্ণ অঞ্চল হইতে তুষারময় উত্তর সীমায় পর্বত-

জলবায়ু

মালা পর্য্যন্ত প্রায় ২০০০ মাইল দীর্ঘ এই ভারত ভূমিতে সর্বপ্রকারের জলবায়ু দেখা যায়। আঞ্চলিক হিসাবে প্রত্যেক ঋতুতে আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে। সাধারণতঃ নভেম্বর হইতে মার্চ পর্য্যন্ত শীতকালীন মাসগুলিতে সারা দেশের আবহাওয়া মনোরম। গ্রীষ্মকালে এপ্রিল হইতে জুন পর্য্যন্ত সমগ্র দেশ সাধারণতঃ উষ্ণ থাকে। অত্যধিক গ্রীষ্মের সময় দেশ-ভ্রমণকারীরা ভারতের সুবিখ্যাত পার্বত্য স্বাস্থ্য নিবাস সমূহে গিয়া বাস করিতে পারেন।

জুলাই মাসে মৌসুমী বায়ু প্রবাহিত হওয়ার ফলে এ দেশে প্রতি বৎসর বৃষ্টিপাত হয় এবং সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত বৃষ্টি হইয়া থাকে।

খাদ্যশস্য ও তন্তু সম্পদ

ধানই প্রধান। উহার পরই গম, যব ও ডাল সমভূমি ও বৃষ্টি যুক্ত স্থানে জন্মে। উষ্ণ অঞ্চলে জওয়ার, বাজরা, রাগী, শ্যামা, ভূট্টা প্রভৃতি জন্মায়। বর্তমানে ভারত খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ম্ভর। কার্পাস, পাট, মেস্তা, র‍্যামী, মূল্য-বান তন্তু সম্পদ।

বৃত্তি ও জলসেচ

মোট ভারত বাসীর শতকরা ৭০ জন কৃষি কাজে লিপ্ত ও শতকরা ৮৭ জন গ্রামাঞ্চলে বাস করে। মোট চাষের জমির শতকরা ১৯.৫ ভাগে জল সেচের ব্যবস্থা আছে। বাকী অংশে চাষ্ বৃষ্টির উপর নির্ভর করে। বহুমূখী নদী পরিকল্পনা দ্বারা বন্যা নিবারণ ও সেচ কার্য্যের সাহায্য চলিতেছে।

খনিজ সম্পদ

কয়লাই ভারতের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান খনিজ সম্পদ। তারপর ম্যাঙ্গানীজ, অভ্র, লৌহ, জিপসাম, বকসাইট, লাইম স্টোন, পেট্রোলিয়াম প্রভৃতি এ দেশের খনিজসম্পদ। কিন্তু এতবড় দেশের পক্ষে ইহা পর্য্যাপ্ত নয়।

মোট আয়তনের প্রায় পনের (১৫) ভাগ জুড়িয়া অরণ্য রহিয়াছে।

বনজ সম্পদ

এ দেশের শাল ও সেগুন কাঠ খুব মজবুত। চন্দন, মেহগিনি, আবুলস প্রভৃতি দামী কাঠ। মহীশূর ও আন্দামানের বনের গাছপালা হইতে বহু জিনিস যেমন তারপিন, রজন ও ধুনা তৈরী হয়। তাল, খেজুর, নারিকেল, সুপারী, চা প্রভৃতিও এ দেশের আয়ের সম্পদ।

কুটীর শিল্পের উন্নতি ব্যতীত ভারত-সরকার নিম্নলিখিত কারখানা

শিল্প

শিল্পের উন্নতি সাধন করিতেছেন। যথা—কাঁচ, কার্পাস, লৌহ ও ইস্পাত, এলুমিনিয়ম, সিমেণ্ট, পাট সূতী-বস্ত্র, চা, কফি, শর্করা, কাগজ, রেল ইঞ্জিন নির্মাণ, জাহাজ নির্মাণ, বিমান পোত নির্মাণ, পরিবহণ, চলচ্চিত্র প্রভৃতি।

দেশরক্ষা স্থল, নৌ ও বিমান বিভাগে বিভক্ত। প্রাথমিক সামরিক

দেশরক্ষা

শিক্ষা হিসাবে ১৯৪৮ সন হইতে এন, সি, সি ও ১৯৫৩ সনে এ, সি, সির প্রবর্ত্তন হইয়াছে। ১৯৬৬ সন হইতে এ, সি, সি তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং এন, সি, সির বহুল প্রসার করা হইয়াছে। আপৎকালীন আভ্যন্তরীন রক্ষা ও পরিচালনার নিমিত্ত আই, টি, এর প্রবর্তন ও প্রসার করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত জাতীয় শৃঙ্খলা পরিকল্পনা প্রথায় প্রতি বিদ্যালয়ে গণ শিক্ষা প্রবর্তন করা হইয়াছে। নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও শিক্ষার সামগ্রিক উন্নতি চলিতেছে।

"যে সমাজে ছাত্রেরা শ্রদ্ধা ও সম্মান পায়না—
সে সমাজে মনুষ্য সৃষ্টি করা সম্ভব নয়।"

—নেতাজী

মুদ্রামানের ক্ষেত্রে টাকা, আনা, পাইয়ের পরিবর্তে দশমিক প্রথা চালু হইয়াছে। ইহাতে সমস্ত লেন দেন ও হিসাবের খুব সুবিধা হইয়াছে।

মুদ্রামান

ওজনের সুবিধার জন্য মন, সের, ছটাক ইত্যাদির পরিবর্ত্তে মেট্রিক প্রণালীতে কুইন্টাল, কিলোগ্রাম, গ্রাম প্রভৃতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

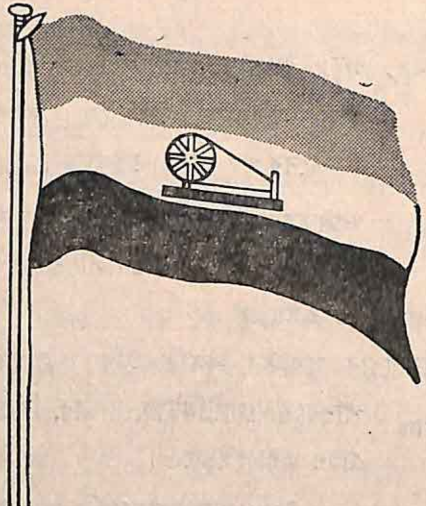
ওজন

দৈর্ঘ্য মাপিবার পুরাতন পদ্ধতি ইঞ্চি, ফুট, গজ, মাইল প্রভৃতির পরিবর্ত্তে সেন্টিমিটার, মিটার, কিলোমিটার ইত্যাদি গ্রহণ করা হইয়াছে।

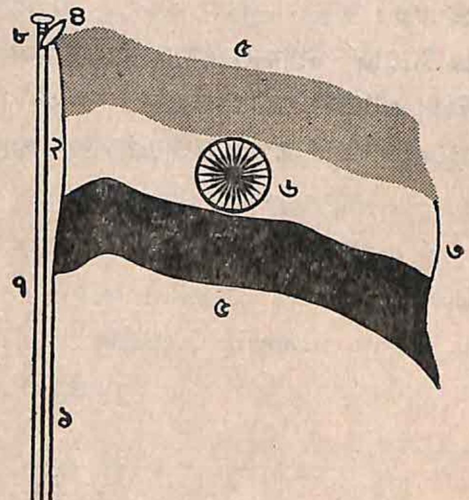
দৈর্ঘ্য, যোগাযোগ ও সময়

দেশের প্রধান ও উল্লেখযোগ্য স্থানগুলি রেলপথ ও বিমান পথের দ্বারা যুক্ত হইয়াছে।

ভারতীয় ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম (I.S.T.) নামে নিজস্ব প্রমাণ কাল আছে। উহা গ্রীণিচের সময় হইতে ৫ ঘঃ ৩০ মিঃ অগ্রগামী। বর্তমানে ভারতের সর্বত্র ও সকল বিভাগেই উক্ত সময়ানুযায়ী কাজ চলিতেছে।



১৯২১



১৯৪৭

আমাদের জাতীয় পতাকা

সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

১৯০৬ খৃঃ হইতে ১৯১৭ খৃঃ পর্য্যন্ত বিভিন্ন মুক্তিকামী নেতৃবৃন্দ স্বদেশে ও বিদেশে কয়েকটি পতাকার প্রচলন করেন।

১৯০৬—*৭ই আগষ্ট কলিকাতা পার্শী বাগান স্কোয়ারে (গ্রীনপার্ক)

১৯০৭—(কেহ কেহ বলেন, ১৯০৫ সনে) শ্রীমতী কামা এবং তাঁর নির্বাসিত সঙ্গীরা প্যারিসে উত্তোলিত করেন।

১৯১৭—ডাঃ অ্যানি বেশান্ত ও লোকমান্য তিলক হোমরুল আন্দোলনের সময় উত্তোলন করেন।

১৯২১-৩১—গান্ধীজী সমর্থিত ত্রিবর্ণ জাতীয় পতাকা। উহা সকল কংগ্রেস অনুষ্ঠানে উত্তোলিত হইত।

১৯৩১—ভারতীয় কংগ্রেস প্রবর্ত্তিত জাতীয় পতাকা।

১৯৪৭—২২শে জুলাই ভারতের গণ-পরিষদ কর্তৃক গৃহীত জাতীয় পতাকা।

*এই বিষয়ে মত ভেদ আছে।

১৯২১ খৃঃ মহাত্মা গান্ধী দেশ জোড়া অহিংস অসহযোগ আন্দোলন পরিচালনা কালীন এক পতাকার নিম্নরূপ পরিকল্পনা দেন।

উপরে শুভ্র—সর্ব ধর্মাবলম্বী

তাহার নীচে লাল—হিন্দু

তাহার নীচে সবুজ—মুসলমান

কেন্দ্রে চরকা—অগ্রগতি

১৯৩১ সালে নিখিল ভারত কংগ্রেস-কমিটি জাতীয়-পতাকা গঠন উদ্দেশ্যে একটি কমিটি গঠন করেন। ঐ কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৩৩ সালে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি বোম্বাই অধিবেশনে আগষ্ট মাসে নিম্নরূপ পতাকা গ্রহণ করেন।

অনুপাত ৩ : ২ ; পতাকাটি লম্বালম্বি ভাবে ভূমির সমান্তরাল। উহাতে তুল্যাংশে উপর হইতে নীচে জাফরান্ (গেরুয়া), শুভ্র ও সবুজ রং থাকিবে। শুভ্র অংশের কেন্দ্রস্থলে ভূমির সমান্তরালভাবে নীল রং এবং একটি চরকা থাকিবে। উহাই মহাত্মা গান্ধী প্রবর্ত্তিত পল্লী-সংগঠনের প্রতীক।

১৯৪৭ সনে ভারতীয় গণ-পরিষদের সভাপতি জাতীয় পতাকার উদ্দেশ্যে একটি কমিটি নিয়োগ করেন। এই কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ঐ বৎসর ২২শে জুলাই ভারতীয় গণ-পরিষদ নিম্নরূপ পতাকা গ্রহণ করে।

জাতীয়-পতাকার গঠন প্রণালী

দৈর্ঘ্য ৩ : প্রস্থ ২। (যদি দৈর্ঘ্য ৬ফুট হয়, তাহা হইলে প্রস্থ ৪ ফুট হইবে)

(১) হলিয়ার্ড (Halyard)—পতাকা উড়াইবার দড়ি, রং সাদা।

(২) হয়েষ্ট (Hoist) —পতাকার দণ্ডের দিকের ½ অংশ।

(৩) ফ্লাই (Fly) —পতাকার শেষের দিকের ½ অংশ।

(৪) টগল (Toggle)—হলিয়ার্ডের সংলগ্ন একটি কাঠের টুকরা। উহার পতাকার হয়েষ্টের দিকের হলিয়ার্ডের উপর প্রান্তের একটি ছিদ্র (loop) এর মধ্যে প্রবেশ করান হয়। পতাকাটি পৃথক থাকে। প্রয়োগ কালে পতাকা, উপরে Toggle এবং নিচে হলিয়ার্ডের সহিত (Reef knot) গেরো দ্বারা যোগ করা হয়।

(৬) পতাকার রং —উপর হইতে নীচে যথাক্রমে গেরুয়া, (জাফ্রান), সাদা ও সবুজ ভূমির সমান্তরাল ভাবে সম মাপের হইবে। অর্থাৎ পতাকার বিস্তার ২ ফুট হইলে প্রত্যেক রং এর মাপ ৮″ (আট ইঞ্চি) হইবে।

(৫) চক্র— সাদা অংশে hoist ও Fly এর সংযোগ স্থলে সাদা অংশকে ব্যাস রাখিয়া এবং উহা জুড়িয়া গাঢ় নীল (সামুদ্রিক) রং এর ২৪ ব্যাসার্দ্ধ বা শলাকা যুক্ত একটি চক্র।

পতাকার উভয় দিকে একই প্রকার চক্র থাকিবে। চক্রের উপরিভাগ সমতল (Ball headed) থাকিবে।

(৭) পতাকা দণ্ড— সুগোল, রং সাদা এবং উহার মাথায় চ্যাপটা গোল বল থাকিবে। বলের

(৮) চরকি— নাচে একটি চরকি (wheel বা pulley) বা রিং এমন ভাবে আটকান বা বদ্ধ থাকিবে যেন পতাকাটি দণ্ডের মস্তক পর্য্যন্ত উঠিতে ও নামিতে পারে। দণ্ডের উচ্চতা স্থানীয় প্রয়োজন অনুযায়ী।

পতাকার বিভিন্ন রং এর তাৎপর্য্য

গৈরিক বা গেরুয়া—সাহস ও ত্যাগ

সাদা—শান্তি, পবিত্রতা ও সত্য।

সবুজ—ঐকান্তিক বিশ্বাস ও শৌর্য্যের প্রতীক

চক্র—জনগণের আশা ও অগ্রগতি।

যাদ আমরা এগিয়ে না চলি, তাহা হইলে আমরা পিছিয়ে যাব। ইহা অতীতের সম্রাট অশোকের রাজত্বকালের স্মৃতি এবং আমাদের অতীতে কৃষ্টি, শুভেচ্ছা, সাম্য ও অহিংসার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। আর ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের পতাকায় মহাত্মাগান্ধী প্রবর্ত্তিত পল্লী সংগঠনের প্রতীক "চরকার" কথা স্মরণ করাইয়া অতীতের সহিত বর্তমানের যোগাযোগ স্থাপন করে। চক্রে ২৪টি শলাকা হ'ল বৌদ্ধ দর্শনের ২৪টি নিয়মানুগ প্রধান প্রধান ২৪টি দার্শনিক ভাবের প্রতীক।

ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাধাকৃষ্ণানের দার্শনিক মতে :—

ভাগোয়া (গৈরিক) অর্থাৎ জাফ্‌রাণী—

ত্যাগ অথবা নিঃস্বার্থ-পরতা—আমাদের নেতৃবৃন্দ পার্থিব স্বার্থের উর্দ্ধে থাকিবেন এবং তাহারা তাহাদের কাজে আত্ম নিয়োগ করিবেন।

সাদা—আলো—সত্যের পথে আমাদের কর্মকে পরিচালনা করিবে।

সবুজ—মাটির সহিত আমাদের সম্পর্কের নির্দ্দেশ। "উদ্ভিদ জীবনের সহিত আমাদের সম্পর্ক, যাহার উপর অন্যান্য জীবন নির্ভর করে।

জাতীয় পতাকা বহু বর্ষ ব্যাপী দেশ-বাসীর অজস্র আয়াস-লব্ধ স্বাধীনতার নিদর্শন। সুতরাং একান্ত মনে উহাকে আমরা ভাল বাসিব ও ভক্তি করিব ও উহার মর্য্যাদা রক্ষার জন্য আমরা মৃত্যু বরণও করিব। প্রত্যেক নাগরিক সমভাবে উহার প্রতি যথোচিত আনুগত্য ও মর্য্যাদা প্রদর্শন করিতে বাধ্য ও উহা উত্তোলন করিবার সমান অধিকারী। বিশেষতঃ ভারতীয় নাগরিকগণ তাহাদের জাতীয় পতাকার প্রতি আনুগত্য ও মর্য্যাদা প্রদর্শন করিয়া অন্য সকলের নিকট নিজেদের দৃষ্টান্ত স্থাপন করিবে।

পতাকার আদর্শ পরিমাপ খাদি কাপড়, হাতে বোনা পশম এবং রেশমে সীমিত রাখা হইয়াছে।

জাতীয় পতাকা উত্তোলন উৎসব
ও
তাহার নিয়মাবলী

অল্প সংখ্যক ছাত্র বা সমিতির সভ্য উপস্থিত থাকিলে তাহারা পতাকা-দণ্ড হইতে অন্ততঃ ৬ pace অর্থাৎ ১৫ ফুট দূরে দাঁড়াইবে।

বেশী সংখ্যক ছাত্র বা সমিতির সভ্য উপস্থিত হইলে তাহারা বর্গের ৩ বাহুতে (অর্থাৎ hollow square) বা close column আকারে দাঁড়াইবে। প্রতি সারিতে অনুর্দ্ধ দশজন "ডাইনে সাজ' অর্থাৎ ডাইনে দর্শক হইতে তোলা ডান হাত পরিমিত দূরে এবং পিছনে তোলা ডান হাত পরিমিত দূরে। বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে জাতীয় পতাকা, দণ্ডের সহিত দড়ি দ্বারা এমন ভাবে ঝুলান থাকিবে যেন পতাকার কোন অংশ ভূমিতে স্পর্শ না করে। বর্গের চতুর্থ পার্শ্বের কেন্দ্রস্থলে পতাকাটি স্থাপিত হইবে।

অনুষ্ঠান আরম্ভে রাষ্ট্রানুমোদিত "বন্দে মাতরম্" দ্বারা উদ্বোধন করা যেতে পারে।

তৎপর পতাকা উত্তোলন কারী নিজস্থান হইতে দ্রুত পদবিক্ষেপে (তেজ্ চল্) পতাকা দণ্ডের সামনে ৩ pace অর্থাৎ ৭½ ফুট দূরে 'সাবধান্' অবস্থায় দাঁড়াইবেন। এ অবস্থায় ২ সেকেণ্ড দাঁড়াইয়া পতাকাকে মর্য্যাদা দেখাইবেন। তারপর সসম্ভ্রমে অগ্রসর হইয়া পতাকার দড়ি স্পর্শ করা মাত্রই সমাবেশের অধিনায়কের আদেশ ক্রমে উপস্থিত সকলেই "সাবধান্" অবস্থায় দাড়াইবেন। পতাকা দ্রুত গতিতে উর্দ্ধে উত্তোলিত হইবে।

পতাকা দণ্ডের মাথায় উঠিয়া গেলে সকলেই অধিনায়কের (Rally commander) আদেশ ক্রমে পতাকাকে অভিবাদন করিবে। অভিবাদন সামরিক কায়দায় হওয়া ভাল। অনুমোদিত সংস্থার (যথা স্কাউট) নিয়মানুযায়ীও অভিবাদন করা যায়। Salute১-এ ডান হাত উঠিবে, ২ সেকেণ্ড হাত স্থায়ী হবে, আবার ১এ হাত নামিয়া স্বাভাবিক অবস্থায় আসিবে।

অতঃপর পতাকা উত্তোলন কারী ২-৩ pace অর্থাৎ ৫-৭½ ফুট পিছাইয়া 'সাবধান্' অবস্থায় দাঁড়াইবেন এবং উল্লিখিত নিয়মে পতাকাকে অভিবাদন (নমস্কার বা Salute) জানাইবেন। তৎপর তিনি স্বস্থানে ফিরিয়া আসিলে Rally Commander এর আদেশক্রমে সকলে 'বিশ্রাম্' পরে 'আরামসে' অবস্থায় আসিবে।

বিঃ দ্রঃ—পতাকাটিকে সর্বদা দ্রুত গতিতে উত্তোলন করিতে হইবে। বিউগল বাজানো হইলে, উহার সুরের তালে তালে পতাকাটিকে উত্তোলন এবং অবনমন করা উচিত।

ভারত স্কাউট ও গাইড পদ্ধতি

পতাকাটি হলিয়ার্ডের সহিত দণ্ডের মস্তকে ভাঁজ করা ঝুলান থাকিবে।

পতাকাকে সম্মুখে রাখিয়া ট্রুপ/কোম্পানী অশ্বক্ষুরাকৃতিতে দাঁড়াইবে। এ, এস, এম বা এ, গাঃ ক্যাঃ সমাবেশের দায়িত্বে থাকিবেন। অন্যান্য স্কাউটার ও গাইডারগণ পতাকা-দণ্ডের ৩ পা পিছনে এক সারিতে থাকিবেন। ভারপ্রাপ্ত স্কাউটার পতাকা-দণ্ড ডাহিনে রাখিয়া দণ্ডের ১ পা পিছনে দাঁড়াইবেন। দল সাজান হইলে তিনি রিপোর্ট করিয়া সকলের লাইনে আসিবেন। স্কাঃ মাঃ/গাঃ ক্যাঃ কাজের ভার নিবেন, আদেশ দিবেন, "বিশ্রাম্!" "সাবধান্!"; "প্রার্থনা সুরু!" "সকলে—দয়া কর দান···/ "তোমারি গেহে··" গাহিবে। "বিশ্রাম!" দিনের মঙ্গলাচরণ পাঠ

করা যাইতে পারে। "সাবধান্!" অতঃপর ডিঃ পেঃ লিঃ পতাকা-দণ্ডের ২ পা সম্মুখে দাঁড়াইয়া পতাকাকে মুহূর্তের জন্য মর্য্যাদা দেখাইয়া এক পা অগ্রসর হইয়া হলিয়ার্ড ধরিয়া টানিলেই পতাকা খুলিয়া যাইবে এবং স্কাঃ মাঃ/গাঃ ক্যাঃএর আদেশ ক্রমে উত্তোলন-কারী ব্যতীত সকলে স্কাউট কায়দায় সেলুট করিবে। দণ্ড সংলগ্ন স্কাউট/গাইড দড়িটি বাঁধিয়া এক পা পিছনে নামিয়া পতাকাকে সেলুট করিবে। নায়কের (Rally commander) আদেশে সকলে সেলুটের হাত নামাইবে। "জিইসে থে!" এবার "ঝাণ্ডা গীত সুরু!" এক স্তবক গাওয়া হইবে। অতঃপর দণ্ড সংলগ্ন স্কাউট/গাইড নিজ স্থানে ফিরিয়া যাইবে।

তৎপর দিনের কাজ আরম্ভ হইবে।

(যাত্রী, ডিসেম্বর, ১৯৭১ অবলম্বনে)।

পতাকা উত্তোলন উৎসব সংক্ষিপ্ত, শান্ত ও গাম্ভীর্য্যপূর্ণ হইবে। (short, silent and solemn) বিশেষ প্রয়োজনবোধে দিনের তাৎপর্য্য, স্বাধীনতার ইতিহাস প্রভৃতি উক্ত সমাবেশে আলোচিত হইতে পারে। বক্তা জাতীয়-পতাকার নীচে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা দিলে ভাল হয়। বক্তৃতা অন্তে "জনগণ মন........" জাতীয় সঙ্গীত হইবার পর সমাবেশের সমাপ্তি হইবে।

জাতীয় সঙ্গীত সম্পর্কে বিশেষ তিনটি আবশ্যিক বিধি আছে।

(১) সকলকে "সাবধান্"/"প্রস্তুত্" অবস্থায় দাঁড়াইতে হইবে।

(২) সংগীতে সকলকেই সমস্বরে যোগ দিতে হইবে।

(৩) সংগীতের প্রথম স্তবক "জন-গণ-মন অধিনায়ক.. ...

…মঙ্গল দায়ক জয় হে………জয় জয় জয় জয় হে।" ৪০ সেকেণ্ড হইতে ১ মিনিটের মধ্যে শেষ করিতে হইবে।

পতাকা নিয়মাবলী

১। অনেকগুলি পতাকার সঙ্গে ভারতের পতাকা রাখ্‌তে হ'লে ভারতের পতাকা থাক্‌বে মধ্যভাগে সবার উপরে।

২। আড়াআড়ি ভাবে ভারতের আর অন্য কোন দেশের পতাকা রাখ্‌তে হ'লে ভারতের পতাকা থাক্‌বে ডানদিকে (পাঠকের বাম-দিকে) এবং পতাকা-দণ্ডটি থাক্‌বে অপর পতাকা-দণ্ডের উপরে।

৩। শোভাযাত্রার সময় যখন একের অধিক পতাকা এক সঙ্গে সারিবদ্ধ ভাবে বহন করা হবে, তখন ভায়তের পতাকা থাকবে সবার সামনে ও মধ্যভাগে।

৪। যখন বহু পতাকা সারি সারি বহন করা হবে, তখন ভারতের পতাকা থাক্‌বে সবার সামনে ও মধ্যভাগে।

৫। শোকচিহ্ন জ্ঞাপন করতে হ'লে পতাকা দণ্ডের শীর্ষতম স্থানে মুহূর্তকালের জন্য উত্তোলন করিতে হইবে। তারপর পতাকা অর্ধাব-নমন অবস্থা গর্য্যন্ত নামাইতে হইবে। আবার দিনের শেষে পতাকা নামাবার সময়ও পতাকা দণ্ডের শেষ পর্য্যন্ত তু'লে আস্তে আস্তে নামাতে হবে।

"অর্ধাবনমন—পতাকাদণ্ডের শিরোভাগ ও পতাকার রজ্জু বাঁধিবার স্থানের মাঝামাঝি পতাকাটিকে স্থাপন করাকেই অর্ধাবনমন বলে।

রজ্জু বাঁধা না হইলে ধ্বজক-দণ্ডের মধ্যবর্ত্তী স্থানে পতাকাটিকে নামানো অর্ধাবনমন বুঝিতে হইবে।”

(আমাদের পতাকা—২০ পৃষ্ঠা—ভারত সরকার)

৬। যখন একের অধিক দেশের পতাকা উড্ডীন রাখ্‌তে হ'বে, প্রত্যেক্ পতাকা পৃথক্ পৃথক্ দণ্ডে উত্তোলিত করতে হ'বে। দণ্ডের উচ্চতা সমান হইবে এবং প্রত্যেক পতাকার মাপ সমান রাখা বিধেয়।

৭। “কোন বিশেষ দিনে এবং পতাকার প্রতি সম্মান উদ্রেক করিবার জন্য ও স্কুল, কলেজ, ক্রীড়াশিবির, স্কাউট ক্যাম্প প্রভৃতিতে জাতীয়-পতাকা উত্তোলন করা যাইতে পারে।”

আমাদের পতাকা (ভারত সরকার)—১৫ পৃষ্ঠা

নিম্নলিখিত দিনে বা সময়ে জনসাধারণ জাতীয় পতাকা উত্তোলন করিবার অধিকারী।

১। ১৫ আগষ্ট, স্বাধীনতা দিবস।

২। ২৬শে জানুয়ারী গণতন্ত্র বা প্রজাতন্ত্র দিবস।

৩। ২রা অক্টোবর মহাত্মা গান্ধীর জন্ম দিবস।

৪। রাষ্ট্র কর্তৃক ঘোষিত জাতীয় সপ্তাহ।

৫। রাষ্ট্র কর্তৃক ঘোষিত যে কোন জাতীয় উৎসব দিবস।

রাষ্ট্র পতাকা উন্মুক্ত স্থানে উত্তোলিত রাখিবার সময় সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত। কেবল স্বাধীনতা দিবসে ও যে কোন নেতার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন দিনে আর বিশেষ কোন ঘটনা উপলক্ষ্য ক'রে পতাকা রাত্রি পর্য্যন্তও উড্ডীন রাখা যায়। কিন্তু অনুষ্ঠানান্তে পতাকা অবনমন

করিতে হইবেই। সমস্ত রাত্রি পতাকা উত্তোলিত রাখা যাইবে না।

বিঃ দ্রঃ শিবিরে বা সমাবেশের সমাপ্তিতে জাতীয় পতাকাকে নামাইয়া জাতীয় সঙ্গীত গীত হইবে।

পতাকা রাখিবার একটি পদ্ধতি

পতাকাটিকে লম্বালম্বি ভাবে তিনটি ভাঁজ করিতে হইবে, যেন চক্র চিহ্নিত অংশটি উপরে থাকে। এমন ভাবে ছোট ভাঁজ কর যেন চক্রটি উপরে থাকে। তারপর উহাকে paste board, কাঠ বা টিনের বাক্সের ভিতর রাখিয়া দাও।

জাতীয়-পতাকা ও পতাকাদণ্ড সম্বন্ধে অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়াবলী

১। সূর্য্যাস্তের পরে বা সূর্য্যোদয়ের পূর্বে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা যাইবে না।

২। গেরুয়া রংটি সর্বদা উপরে থাকিবে।

৩। পতাকার দড়িতে অন্য কোন পতাকা বা নিশান থাকিবে না।

৪। পতাকা কখনও ভূমি স্পর্শ করিবে না

৫। পতাকায় অন্য কোন ছাপ বা প্রতীক থাকিবে না।

৬। পতাকার দ্বারা ঝালর বা পর্দ্দা করা যাইবে না বা ঐরূপ কোন ব্যবহার চলিবে না।

৭। পতাকাটিকে এমন ভাবে বাঁধিতে হইবে যাহাতে উহা ছিড়িয়া না যায়।

৮। কখনও ভূমির সমান্তরাল ভাবে উহাকে বহন করা যাইবে না।

৯। কখনও উহা ইউনিকর্ম বা পোষাকে ব্যবহার চলিবে না।

১০। কখনও উহার উপরে প্রচার পত্রিকা বা উক্ত প্রকারের ছাপ দেওয়া চলিবে না।

১১। পতাকাদণ্ডের গায়ে কোন প্রকার সাজসজ্জা বা উহার উপরে কোন ঢাকনি দেওয়া চলিবে না।

১২। কখনও বিবর্ণ বা ছিন্ন পতাকা উড়ান যাইবে না।

১৩। পুরাতন, বিবর্ণ বা ছিন্ন পতাকাকে যথোচিত মর্য্যাদা সহকারে সমাহিত করিতে হইবে।

পতাকা বহন প্রণালী

(ক) চলা কালীন (on the march)

(১) কাঁত (slope)—ডান কাঁধের উপর কাঁত করা, পতাকা ডান-হাতে গুটান, বাঁ বাহু ও বাঁ হাত সোজা ছুল্‌বে।

(২) বহন (Carry)—দণ্ডটি সোজা ভূমির লম্বভাবে সমকোণী, দণ্ডের গোড়া carrier এর মধ্যে ডানহাতে ধরা, হাতের পিছন সামনের দিকে মুখের সম উচ্‌চতায়, কনুই বর্গাকারে হাতের সম উচ্চতায়; পতাকা গুটান; হাঁ বাহু ও বাঁ হাত ছুল্‌বে।

(৩) বহন, মুক্তভাবে (free) ২এর মত কিন্তু পতাকা গুটান নয়, মুক্ত।

ব্যবহার—কাঁতই সচরাচর পদ্ধতি। বিশেষ আদেশ ক্রমে যখন মার্চ পাষ্ট (March past) হয়, "বহন-মুক্তভাবে" প্রকৃত অতিক্রম স্থানের 'নমস্কার' (salute)। চলাকালীন পতাকা কখনও নিচু হয় না।

(খ) থামাকালীন—(At the halt)

(৪) সাবধান্! (order) পতাকা ডান পাশে ধ'রে খাড়া। দণ্ডের গোড়া ভূমির উপরে, পতাকা ডান হাতে গুটান।

(৫) বহন—চলাকালের ন্যায় কিন্তু বাঁ বাহু পাশে থাকবে।

(৬) বহন, মুক্ত—চলাকালের ন্যায় কিন্তু বাঁ বাহু পাশে থাকবে।

(৭) নিচুকরণ—দণ্ডের মস্তকটি ভূমির উপর, দণ্ডটি ডান বাহুর নিচে।

ব্যবহার—'সাবধান' স্বাভাবিক অবস্থা। 'বহন' বা 'বহন-মুক্ত' পরিদর্শন কালীন, যখন আদেশ দেওয়া হয়।

আমাদের জাতীয় সঙ্গীত

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত "জনগণ মন অধিনায়ক ... ...” গানটি সামগ্রিকভাবে ভারতীয় গণ-পরিষদ কর্তৃক ১৯৪৭ সনে এবং ভারতীয় লোকসভা কর্তৃক ১৯৫০ সনে ভারতের জাতীয় সংগীত রূপে স্বীকৃতও গৃহীত হইয়াছে।

বিশ্বকবি ১৯১১ সনে এই গানটি রচনা করেন (জাতীয় সঙ্গীত—বিশ্বভারতী)। ঐ সনেই ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনের দ্বিতীয় দিবসে ২৭শে ডিসেম্বর বুধবার ইহা প্রথম গীত হয়। সামগ্রিক ভাবে গানটি গৃহীত হইলেও, সাধারণতঃ অনুষ্ঠানে ও সমাবেশে ইহার প্রথম স্তবকটি গাওয়া হইয়া থাকে।

জাতীয় সংগীত সম্বন্ধে তিনটি বিশেষ নিয়ম নির্দিষ্ট আছে।

(১) জাতীয় সঙ্গীত চলাকালীন সমবেত সকলকেই 'সাবধান্' অবস্থায় সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে হইবে।

(২) জাতীয় সংগীত সকলকেই সমবেত-কণ্ঠে গাহিতে হইবে।

(৩) গানটির প্রথম স্তবক বা যে কোন স্তবক ৪০ সেকেণ্ড হইতে ১ মিনিটের মধ্যে শেষ করিতে হইবে।

জাতীয় সংগীত

প্রথম স্তবক

"জন-গণ-মন-অধিনায়ক জয়হে ভারত-ভাগ্যবিধাতা।
পাঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা দ্রাবিড় উৎকলবঙ্গ।
বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা উছল জলধিতরঙ্গ।
তবশুভ নামে জাগে, তবশুভ আশীষ মাগে,
গাহে তব জয়গাথা।
জনগণ মঙ্গল দায়ক জয়হে ভারত ভাগ্যবিধাতা।
জয়হে, জয়হে, জয়হে, জয় জয় জয় জয়হে।"

(কথা ও সুর—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)।

গ্রন্থকার ও রচনা সম্পর্কে ঃ

Hearty good wishes.

Sd. : P. Roy (State chief commissioner, Bharat Scouts & Guides & Late D. P. I. West Bengal.)
12. 4. 59

……I should like to offer my sincerest good wishes to Shri Sinha. I do hope the present generation of students and youths will get some inspiration from his useful work.

Sd : N. C. Sengupta
Chairman, Port commissioners, Calcutta
Present chief secy. West Bengal Nov. 29, 69

……ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ আমাদের দেশ, জাতীয় পতাকা ও জাতীয় সংগীতের যে সুন্দর ব্যাখ্যা ও নির্দেশ-নামা শ্রীসিংহ রচনা করেছেন তা সুখপাঠ্য ও সাবলীল।

স্বাঃ শ্রীরেবতী রঞ্জন ভৌমিক, প্রধান শিক্ষক
হাবড়া হাইস্কুল (বহুমুখী) ২৮, ১, ৭২

……বইখানি তথ্যসমৃদ্ধ ও বর্ণনা শৈলীতে হৃদয়গ্রাহী হয়েছে। আমাদের দেশের তরুণ ও নবীন নাগরিকদের অবশ্য পাঠ্য বলে মনে করি।

স্বাঃ সুনীল রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, ও, সি, জনতা গভঃ মহাবিদ্যালয়
১, ২, ৭২

……আমার মনে হয়েছে এ দেশের সকল বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের বইটি অবশ্য পাঠ্য বলে বিবেচিত হওয়া প্রয়োজন।……

স্বাঃ উৎপল চক্রবর্তী, কোঅর্ডিনেটর ২, ১, ৭২
State Institute of Education,
Govt. of West Bengal

……পুস্তিকাখানি মাখন বাবুর দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ। বিদ্যালয়ের ছাত্রদের পক্ষে উহা সময়োপযোগী। আমি পুস্তিকাখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

স্বাঃ সুশীল কুমার সেন
প্রধান শিক্ষক, ৫, ২, ৭২
অশোক নগর বয়েজ সেকেণ্ডারী স্কুল (বহুমুখী)

CERTIFICATE :

Nagarik Sakha Part I—will be very useful to the students particularly to the NCC Cadets of the Institutions …I have gone through the manuscript of the book and I am really impressed.

Sd. H. Biswas May 7, 2, 72
OC. 6 Bengal Bn. NCC.

……বইটি অভিনব প্রণালীতে লেখা হয়েছে। ছেলেমেয়েরা অল্প পরিসরে যাতে তাদের দেশ, ভারতবর্ষের সত্যিকার পরিচয় পায় তার জন্য তিনি তাঁর সারা জীবনের অভিজ্ঞতা ও লিপিকুশলতার অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়েছেন। এ ছাড়া জাতীয় পতাকা ও জাতীয় সংগীতের মর্য্যাদা ও সময়োপযোগী ব্যবহার-বিধি বইটিতে সহজবোধ্য ভাবে সংযোগিত হয়েছে। আমি বইখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

স্বাঃ রণজিত কুমার দে
অধ্যক্ষ
স্নাতকোত্তর বুনিয়াদী মহাবিদ্যালয়, বাণীপুর
১০, ২, ৭২

BSG/4405/71—72/F—52 17th February, 1972

……"Nagarik Sakha Part—I" By Shri Makhan Lal Sinha, a vatern scout leader, Educationist and social worker, presents in a simple, attractive way a comprehensive picture of our Country and all about the National flag and the National Anthem. I am sure the scouts and Guides and all other children, as well as their adult leaders and teachers, will find this book most useful.

Sd. P. Das
Hon. state secretary
Bharat Scouts and Guides, West Bengal